ইউনিট ৭

সারমর্ম ও সারাংশ লিখন

উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়া শেষে আপনি–

- সারাংশ ও সারমর্ম কী তা বলতে পারবেন।
- যে কোনো রচনার মূলভাব লিখতে পারবেন।
- ছোট আকারে বড় ভাব প্রকাশ করতে পারবেন।
- আবেগবহুল ভাষা বাদ দিয়ে সরাসরি মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

একটি রচনা নানা কারণে দীর্ঘ হতে পারে। বিষয়ের কারণে সেখানে যুক্ত হতে পারে উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্তের বাহুল্য। ঘটনার ঘনঘটাও বিচিত্র নয়।। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় এসব কিছুই হয়ত মানিয়ে যায়। কিন্তু সারাংশ রচনার ক্ষেত্রে এসব বাহুল্য একেবারে পরিত্যাজ্য। সেখানে অতিরিক্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে সহজ সরল ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। মোট কথা, কোনো লেখা ছোট আকারে আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম। কবিতার ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্তকরণকে বলা হয় সারমর্ম এবং গদ্যের ক্ষেত্রে একে সারাংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়।
লেখক বা কবির যে কোনো রচনায় থাকতে পারে বিভিন্ন রকম উদাহরণ, উপমা, দৃষ্টান্ত, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বিস্তারিভাবে লিখিত বিষয়টির অন্তর্নিহিত ভাব কোনো রকম বাহুল্য ছাড়া সহজ-সরল ও সাবলীলভাবে সংক্ষেপে আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করাকে সারাংশ বা সারমর্ম বলে।

কোনো গদ্য বা কবিতা রচনায় যেসব যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কার থাকে তা বাদ দিয়ে সহজ ও সরল ভাষায় বিষয়টি সংক্ষেপে প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম।

সারাংশ বা সারমর্ম লেখার নিয়ম

১. নির্ধারিত অংশটি বার বার পড়ে মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে।
২. মূল অংশে যেসব অপ্রয়োজনীয় উপমা, অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত আছে সারাংশে তা বাদ দিয়ে আসল কথাটা লিখতে হবে।
৩. একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তেমনি প্রয়োজনীয় অংশও বাদ দেয়া যাবে না।
৪. সারাংশ খুব ছোট কিংবা বড় হবে না। মূল অংশের চেয়ে তা অবশ্যই আকারে ছোট হবে।
৫. বক্তব্যের বর্ণনায় বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অলঙ্কার, উপমা, রূপক ইত্যাদি অবান্তর। বাহুল্য বাদ দিয়ে মূল বিষয়টি সরাসরি লিখতে হবে।
৬. মূল বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো বিষয় সারাংশে অবতারণা করা যাবে না। অনুমান নির্ভর কোনো ব্যাখ্যাও বাঞ্ছনীয় নয়।
৭. সারমর্ম কিংবা সারাংশ রচনার ভাষা মূলের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। সহজ-সরল মৌলিক ভাষায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সবার কাছে বিষয়টি সহজবোধ্য হয়।
৮. উদ্ধৃত রচনায় একাধিক বিষয় থাকলে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং মূল বিষয়টি থেকে যাতে রচিত অংশটি সরে না আসে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।
৯. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযমতা অবলম্বন করতে হবে। একাধিক বিশেষণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

১০. কোনো সাংকেতিক বিষয় থাকলে তার তত্ত্ব বের করতে হবে। ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে দুই পক্ষের বক্তব্য আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হবে।
১১. একটি অনুচ্ছেদে লিখতে হবে।
১২. মূল ভাবের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত মতামত বা মন্তব্য প্রকাশ করা যাবে না।
১৩. প্রথম বাক্যটি সহজ-সরল ও মূলভাবের প্রতি নির্দেশক হবে।
১৪. সারাংশ বা সারমর্মটি লেখা হলে কয়েকবার পড়ে নিশ্চিত হতে হবে যেন প্রয়োজনীয় কোন ভাব বাদ না পড়ে।

ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। সারাংশ বা সারমর্ম রচনার ভাষা পড়ে বুঝতে পারা বা সম্পৃক্ত করে লেখা এ দুটি বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন। এ দক্ষতা অর্জন করতে হলে সারাংশ বা সারমর্ম রচনার অনুশীলন করতে হবে।

কতিপয় সারমর্ম

১.

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ,
হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমার সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে সেবিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

সারমর্ম :

যে শ্রমিকদের কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতি আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছে, তারাই সমাজজীবনে বঞ্চিত ও অবজ্ঞার শিকার। কিন্তু পালাবদলের দিন এসেছে। একদিন শ্রমজীবী মানুষেরাই বিশ্বে নবজাগরণের সূচনা করবে।

২.

একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে
দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
সেথা দেখি এক জন পদ নাহি তার,
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ।

সারমর্ম :

পদহীন দুঃখিজনের কথা চিন্তা করলে কারো পায়ে জুতা না থাকার কষ্ট মনে স্থান পায় না। আসলে পরের দুঃখ-কষ্টকে উপলব্ধি করার মাঝেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত।

৩.

এসেছে, নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে।
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবো– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম :

পৃথিবীতে নতুনের জন্যে পুরাতনকে স্থান ছেড়ে দিতে হয়– এটাই প্রকৃতির নিয়ম। জীর্ণপৃথিবীর ব্যর্থ, মৃত, ধ্বংসস্তূপ আর গ্লানি দূর করে তাকে নবীনদের বাসযোগ্য আবাসভুমি হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

৪.

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদুর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরে।

সারমর্ম :

এই পৃথিবীতে মানুষের মাঝেই স্বর্গ ও নরক বিদ্যমান। বিবেকবর্জিত মানুষ পৃথিবীতেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে, আর যারা ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে তাদের কাছে পৃথিবীটাই স্বর্গ।

৫.

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূণ্য নদীর তীরে,
রহিনু পড়ি–
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

সারমর্ম :

মহাকালের প্রতীক সোনার তরীতে কেবল সোনার ফসলরূপ মহৎ–সৃষ্টিকর্মেরই ঠাঁই হয়। কিন্তু ব্যক্তিসত্তাকেঅনিবার্যভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসের শিকার।

৬.

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
ব্যথা নাহি পায় কোন, তার দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ড বেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারেও দিও না।
যে তোমার পুত্র নহে, তারও পিতা আছে,
মহাঅপরাধী হবে তুমি তার কাছে।

সারমর্ম :

বিচারের সময় অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল হলে সে বিচার হয় আদর্শ বিচার। কারণ অপরাধ নিন্দনীয়, অপরাধীনয়। তাই একমাত্র সহানুভূতিশীল বিচারই পারে অপরাধীর মনের পরিবর্তন করাতে ও চরিত্রের সংশোধন ঘটাতে।

৭.

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি না চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্র রূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

সারমর্ম :

জীবনে দারিদ্র্যের মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, বরং কারও মুখাপেক্ষী হওয়ার মধ্যেই লজ্জা। বিপদে ধৈর্য ধারণ করেদুঃখ-দারিদ্রকে সাহস ও মনোবল দিয়ে প্রতিহত করতে পারলে জীবনে সফল হওয়া যায়।

৮.

ণমি আমি প্রতিজনে, আদ্বজ-চণ্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস।
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু।
সমগ্রে প্রকাশ।
ণমি কৃষি–তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,
কর্ম, চর্মকার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড–দৃষ্টি অগোচরে,
বহ অদ্রি–ভার!
কত রাজা, কত রাজ্য গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শ্মরণ্য এককে–
আত্মার আত্মীয়।

সারমর্ম :

ছোট–বড় সকল শ্রেণির মানুষের অবদানেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর এই সভ্যতা। সুতরাং সকলেই এখানে সম্মানপাওয়ার যোগ্য। তাই মানুষের মাঝে কোনো শ্রেণিভেদ না করে সকলের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হবে।

৯.

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে, পবিত্রতা আনে,
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব-হিতের তরে
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।

সারমর্ম :

নিন্দুকের সমালোচনার মাধ্যমে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হই। ব্যক্তি ও সমাজের পরোক্ষ কল্যাণ সাধনে নিন্দুকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১০.

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করে পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।

সারমর্ম :

শ্রমবিমুখ মানুষ এই পৃথিবীর সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রম ও কর্মসাধনায় কোনো জিনিস লাভ করলে তাতেগৌরব ও আত্মতৃপ্তি দুই-ই পাওয়া যায়। পরিশ্রম ও সৃষ্টিশীলতা মানুষের মর্যাদা ও গৌরব বাড়ায়।

১১.

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম :

মানুষ বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করে দূর-দূরান্তে সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে যায়। কিন্তু ঘরের কাছের অপারসৌন্দর্যটুকু দেখা হয় না বলে সে দেখা পূর্ণতা পায় না।

১২.

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে–
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

সারমর্ম :

বিপদে অটল থেকে তাকে জয় করার ক্ষমতা অর্জন করার জন্যই বিধাতার কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত।নিজের ভার অন্যে লাঘব করলে নিজের কোনো কৃতিত্ব থাকে না। বিধাতার কাছে তাই আত্মশক্তিই আমাদের প্রার্থনা।

১৩.

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি–ধ্বজা ধরে,

আমরাও হব বরণীয়।
সময় সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব যে অমর
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে,
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
ব্রতী হয়ে নিজ নিজ কাজে।

সারমর্ম :

জ্ঞানী-গুণিজন আমাদের কাছে অনুসরণীয়। তাঁরা যে পথ অনুসরণ করে জীবনে বড় হয়েছেন আমাদেরও সেই পথঅনুসরণ করা উচিত। এ-সংক্ষিপ্ত জীবনে বৃথা সময় নষ্ট না করে তাদের মতো অবিরাম কাজে লেগে থাকলেই পৃথিবীতেঅমরকীর্তি রেখে যাওয়া সম্ভব।

১৪.

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়,
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

সারমর্ম :

এই পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। সুখ–দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও মিলন-বিরহ স্পন্দিত এইজগৎসংসারে নিত্য প্রবাহিত মানুষের জীবনলীলা। সেই লীলাবৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। তাই প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিরলীলা বৈচিত্র্যকে ভালোবেসে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়।

১৫.

স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালবাসে,
সুখের আলো জ্বালে বুকে, দুঃখের ছায়া নাশে।
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায়, পশুর হৃদয়তলে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।
দর্পকরে পদানত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যাদানে বীর।

সারমর্ম :

মানুষের জীবনে স্বাধীনতা পরশ পাথরের মতো। তার ছোঁয়ায় দুঃখময় জীবনে আসে সুখ, মুমূর্ষু জাতির জীবনেজাগে প্রাণস্পন্দন। স্বাধীনতা মানুষের ভীরুতা দূর করে তাকে সাহসী করে তোলে।

১৬.

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল,
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে,
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম,
শত দাস দাসী তার সেবুক চরণ,
করুক স্থাবকদল স্তব সংকীর্তন।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্ত্বর
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

সারমর্ম :

নিজের দেশের প্রতি যার ভালোবাসা নেই সে পশুর মত অধম। জ্ঞান, সম্মান, সম্পদের অধিকারী হয়ে,বিলাসবহুল জীবন যাপন করে, খ্যাতির শিখরে উঠলেও দেশপ্রেমহীন মানুষ পাষণ্ড ও বর্বর হিসেবেই ঘৃণিত হয়ে থাকে।

১৭.

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
"হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।
তোমার আদেশে যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য জ্বলি উঠে খর-খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

সারমর্ম :

অন্যায় করা এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া অর্থাৎ অন্যায়কারী ও অন্যায়সহ্যকারী দুজনই সমান অপরাধী এবং ঘৃণারপাত্র। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনবোধে উভয়ক্ষেত্রেই কঠোর হতে হবে।

১৮.

ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু, বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগল অতল।
মুহূর্তে নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ
গড়ে যুগ যুগান্তর-অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ,

প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
এ ধরায় স্বর্গ সুখ নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম :

পৃথিবীর কোনো ক্ষুদ্র জিনিসকেই অবহেলা করা ঠিক নয়। কারণ ক্ষুদ্র থেকেই বৃহত্তের সৃষ্টি। বিন্দু বিন্দু জল মিলেযেমন সাগর হয়ে যায়, তদ্রুপ ছোট ছোট পাপ জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।

সারাংশ রচনার নমুনা

১.

অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামী কালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মত দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎকাল বলে কিছু নেই; মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। আজই ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও– আর শুরু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

সারাংশ :

অতীতের ব্যর্থতার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কিংবা ভবিষ্যতের সাফল্যের আশায় বর্তমানকে নষ্ট করা উচিত নয়।বর্তমানকে গুরুত্ব দিতে হবে, কেননা আজকের সাধনাই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচিত করবে।

২.

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস– একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন মিথ্যা বলবে না। ছ'মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দু'দিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না তাহলে সব পণ্ড হবে।

সারাংশ :

মানুষ অভ্যাসের দাস। স্বভাব থেকে কোনো বদভ্যাস একদিনে দূর হয় না, বরং তার জন্য প্রয়োজন কঠোরসাধনা। ধীরে ধীরে সত্য বলার সাধনা করলেই মিথ্যা বলার অভ্যাসকে পরিহার করা সম্ভব।

৩.

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে, মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো একদিন লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পোঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

সারাংশ :

বর্তমান বিশ্বে মানুষের মনুষ্যত্বের চেয়ে অর্থের হিংসা বড় হয়ে উঠেছে। ফলে মানবসমাজ এক চরম অধোগতিরমুখে এসে ঠেকেছে। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ এখনই খুঁজতে হবে।

৪.

কথায় কথায় মিথ্যাচার, বাক্যের মূল্যকে অশ্রদ্ধা করা– এসব সত্যনিষ্ঠ স্বাধীন জাতির লক্ষণ নয়। স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক তাদের আবেদন- নিবেদন আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছাবে না, তাদের স্বাধীনতার দ্বার থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হবে। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে। কিন্তু মানবকল্যাণের জন্য, সত্যের জন্য যে বিড়ম্বনা ও নিগ্রহ তা সহ্য করতেই হবে।

সারাংশ :

সাধনালব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্যে জাতিকে সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সত্যনিষ্ঠ না হলে কেউ স্রষ্টারঅনুগ্রহ লাভ করতে পারে না। জাতির অধিকাংশ লোক মিথ্যাচারী হলে দু'একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মানবকল্যাণ ও সত্যেরজন্যে বহু বিড়ম্বনা ও নিগ্রহ সহ্য করতে হয়।

৫.

কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে, তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে চেষ্টা করবে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যকতা নেই।

সারাংশ :

কোনো সভ্য জাতির উন্নয়নের প্রধান মাপ হল, তাদের সাহিত্য অনুশীলন ও বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন। কারণবুদ্ধিজীবীগণই জাতির প্রাণ। জাতির কল্যাণের জন্য উন্নত সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি করতে হবে।

৬.

ছাত্রজীবন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এ সময় সে যেমন বীজ বপন করবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেরূপ ফল ভোগ করবে। এ সময় যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন করে যাই তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হবে। আর যদি হেলায় সময় কাটিয়ে দেই, তাহলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে শিক্ষা জীবন ও জীবিকার পথে কল্যাণকর, যে শিক্ষা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। ছাত্রদের জীবন গঠনে শিক্ষক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের জীবন গঠিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় মহত্তর সম্ভাবনার পথ।

সারাংশ :

জীবনের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যে ছাত্রজীবন সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময় বৃথায় নষ্ট করলে ভবিষ্যৎ ব্যর্থতায়পর্যবসিত হবে। জীবনধর্মী শিক্ষার মধ্যেই শিক্ষার সার্থকতা নিহিত। ছাত্রজীবনকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে শিক্ষকেরসাহচর্য অপরিহার্য।

৭.

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্যসম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দুর্মূল্য হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের।

সারাংশ :

জাতি বড় হয় মনের ঐশ্বর্যে, বাইরের শক্তিতে নয়। মনের এই ঐশ্বর্য গড়ে ওঠে জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধে–যার মূলেরয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীনতা ও নৈতিক চেতনা। জাতিসত্তার ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হলে এই মূল্যবোধের প্রসারদরকার। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বত্র তা সঞ্চারিত করার দায়িত্ব লেখকদের।

৮.

জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তা-ই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোন মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজ-ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিত্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক

সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত হালকা মনে করে।

সারাংশ :

মনুষ্যত্ব জীবন-বৃক্ষের ফুলের মতোই। মনুষ্যত্বের ভিত্তি হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ, যার প্রকাশ ঘটে মানুষেরসৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দবোধে। মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের আলো জ্বলে উঠলে সে আলোয় বিশ্ব হয় আলোকিত আরমানবজীবন হয় সার্থক ও ভারমুক্ত।

৯.

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম। পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর, এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্কতা, তাই তো আত্মা।

সারাংশ :

বৃক্ষের সঙ্গে মানবজীবনের যে সাদৃশ্য, তা হল- বৃক্ষ ও মানুষ একইভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। আবার তরুলতা ওজীবজন্তুর সঙ্গেও মানুষের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধি শুধু দৈহিক, কিন্তু মানুষের বৃদ্ধি শুধু দৈহিকনয়, আত্মিকও। জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে হলে নিজের সাধনায় আত্মাকে বিকশিত করতে হয়।

১০.

প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষা পাসটাই বড় হয়। এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণেই পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। যেখানেই পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণ সমাজকে উন্মুখ করতে হবে। সহজ লাভ আপাতত সুখের হলেও পরিণামে কল্যাণ বহন করে না। পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণসমাজের সামনে কখনই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

সারাংশ :

শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য নয়, বরং জ্ঞানার্জনের জন্য লেখাপড়া। সহজে পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে ছাত্রছাত্রীকেমুক্ত করতে না পারলে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে তরুণ সমাজকে জ্ঞানার্জনেরপ্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। এ পথেই দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ আসতে পারে।

১১.

বার্ধক্য তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়ে পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নব-মানবের অভিনব জয়যাত্রা শুধু বোঝা নয়; বিঘ্ন নয়; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা নব-অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোর-পিয়াসী প্রাণ চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার-বৃদ্ধ তাহারাই।

সারাংশ :

শুধু বয়সের মাপকাঠিতে যৌবন ও বার্ধক্যকে নির্ণয় করা যায় না। বস্তুত যাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণাপশ্চাৎমুখী, যারা অন্ধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং নতুনত্বে বিশ্বাসী নয় তারাই বৃদ্ধ। তাদের বদ্ধমূল মানসিকতা জাতীয়অগ্রগতির অন্তরায়। তাদেরকে দিয়ে দেশের মঙ্গল চিন্তা করা যায় না।

১২.

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন, মাটির রস টেনে দিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

সারাংশ :

গাছের কাছ থেকে জীবনের সার্থকতার শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। গাছ ক্রমাগত বেড়ে ফুল ও ফল দান করে সার্থকহয়ে ওঠে। মানুষও তেমনি নিজের সাধনা নিয়ে আত্মাকে বিকশিত কর তুলবে। তাতেই জীবনের সার্থকতা।

১৩.

বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই, কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র; কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়ার দরকার। তেমনি একটি শিক্ষা পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িতে পারিবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফল লাভ করে।

সারাংশ :

আনন্দহীন শিক্ষায় কাজ চলে মাত্র কিন্তু এই শিক্ষায় মানসিক বিকাশ ঘটে না। খাদ্য হজম করার জন্যে যেমন বায়ুসেবন প্রয়োজন, তেমনি পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানকে সহজে আয়ত্ত করার জন্যে আনন্দের প্রয়োজন। পাঠ্য-বহির্ভুত পুস্তক পাঠেযে আনন্দের সমাগম ঘটে এবং তাতে গ্রহণ, ধারণ ও চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায়।

১৪.

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও মূল্যবান। অতএব, কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোন লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন লোক যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তিষ্কে মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে; কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্তে বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় হইলেও, বিদ্যালাভের নিমিত্তে বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে। কেননা, দুর্জনের সাহচর্যে আপনার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হইতে পারে এবং এইরূপে মানব-জীবনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হইতে পারে।

সারাংশ :

বিদ্যা নিঃসন্দেহে মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু চরিত্র তার চেয়েও বেশি মূল্যবান। তাই বিদ্বান লোক চরিত্রহীন হলে তারসাহচর্য পরিত্যাজ্য। কারণ, চরিত্রহীন লোকের সাহচর্যে ভালো মানুষের স্বভাবও নষ্ট হয়ে যায়।

১৫.

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলাই তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনীয় দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনীয় দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কি করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কি করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

সারাংশ :

অন্যান্য প্রাণি থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য এই যে, সে মনুষ্যত্ববোধে উদ্ভাসিত। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জেগে ওঠেতার অর্জিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে। শিক্ষার কাজ হচ্ছে মানুষকে অন্তরের আলোকে আলোকিত করা এবং সৌন্দর্যের সন্ধানদেয়া, অর্থাৎ মনুষ্যত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

১৬.
মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্যই হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত করার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্র শক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়। চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশ :

চরিত্র মানবজীবনের মুকুট স্বরূপ। উন্নত ও ভাল চরিত্র ব্যতীত কোনো মানুষই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হতে পারেনা। জগতের সকল মহাপুরুষের গৌরবের মূলে রয়েছে, চরিত্রের মহিমাময় শক্তি। চরিত্রবান বলতে সত্যবাদী, বিনয়ী,ন্যায়নিষ্ঠ, জ্ঞানবান, পরদুঃখকাতর ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিকেই বোঝায়।

১৭.
মানুষের জীবনে ভাষার স্থান যে কত বড়ো তা আমরা খুব কমই ভেবে থাকি। আমরা যেমন খাইদাই ওঠা বসা করি ও হেঁটে বেড়াই, তেমনি সমাজজীবন চালু রাখবার জন্যে কথা বলি, জানা-অজানা বিষয়ে নানা ভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা বজায় রাখতে হলে তার প্রধান উপায় কথা বলা, মুখ খোলা, আওয়াজ করা। একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ যেমনই হোক না কেন– শত্রুতার কী ভালোবাসার, চেনা কী অচেনার, বন্ধুত্বের কিংবা মৌখিক আলাপ-পরিচয়ের, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলেই মানুষ মাত্রকেই মুখ খুলতে হয়, কতগুলো আওয়াজ করতে হয়। সে আওয়াজ বা ধ্বনিগুলোর একমাত্র শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো অর্থবোধক হওয়া চাই। অর্থহীন ধ্বনিও অবশ্য মানুষ করতে পারে কিন্তু তাতে সমাজজীবন চলে না।

সারাংশ :

মানবজীবনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিকতা বজায় রাখার মাধ্যম হল মানুষের মুখনিঃসৃত ধ্বনিসমষ্টি। তবেযেসব ধ্বনি দিয়ে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে সেগুলো অর্থবোধক হতে হবে। অর্থহীন ধ্বনি ভাষা নয়।

১৮.
যে–সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে; তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহা রূপান্তর অবস্থান্তর করা চলে না, তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যতায় দেখা যায়, সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হেয়।

সারাংশ :

সাহিত্যের মূল উপাদান হচ্ছে জীবন ও জগৎ। সাহিত্যিকেরা সেই উপাদানকে আপন কল্পনার রঙে রাঙিয়ে যেনতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেন তাই হচ্ছে সাহিত্য। লেখকের অপূর্ব শিল্পকৌশল ভাব ও রূপের সামগ্রিক মেলবন্ধন ঘটলেসাহিত্যকর্ম সার্থক হয়ে ওঠে। তা না হলে তা মহৎ সৃষ্টির মর্যাদা পায় না।

১৯.
রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় আর ক'টি লোক? শতকরা নিরানব্বইটি মানুষকেই চেষ্টা করতে হয়, জয় করে নিতে হয় তার ভাগ্যকে। বাঁচে সেই যে লড়াই করে প্রতিকুলতার সঙ্গে। পলাতকের স্থান জগতে নেই। সমস্ত কিছুর জন্যই চেষ্টা দরকার। চেষ্টা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। সুখ চেষ্টারই ফল-দেবতার দান নয়। তা জয় করে নিতে হয়। আপনা আপনি এটা পাওয়া যায় না। সুখের জন্য দু'রকম চেষ্টা দরকার, বাইরের আর ভিতরের। ভিতরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্য একটি। বৈরাগ্যও চেষ্টার ফল, তা এমনিতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইরের চেষ্টার মধ্যে বৈরাগ্যের স্থান নাই।

সারাংশ :

পৃথিবীতে খুব স্বল্পসংখ্যক লোকই সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাকি সকল ব্যক্তিকেই চরম প্রতিকুলতার সঙ্গেসংগ্রাম করে সৌভাগ্যকে অর্জন করতে হয়। জীবনে সাফল্যের জন্যে চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই।

২০.

শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর। কালি ধুলার মাঝে, রৌদ্রবৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার কোন দরকার নেই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভিতর কুবুদ্ধি, কুমতলব মানবচিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে, স্বাস্থ্য, শক্তি আনন্দ, স্ফূর্তি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয় তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিত সাধন হয় না। শুধু চিন্তা করে মানুষ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয় না। মানব সমাজে মানুষের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে। চিন্তা ও পুস্তক মানব মনের পাঁপড়ি খুলে দেয় মাত্র, বাকি কাজ সাধিত হয় সংসারের কর্মক্ষেত্রে।

সারাংশ :

কর্মহীন মানুষ মৃতপ্রায়। কর্মসূত্রেই মানুষ সৌজন্য শেখে, লাভ করে কাজের ও অবকাশের আনন্দ, অবদান রাখেজগতের কল্যাণে। বস্তুত কাজের মাধ্যমেই মানুষ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠে।

২১.

সকল প্রকার কায়িক শ্রম আমাদের দেশে অমর্যাদা বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। শ্রম যে আত্মসম্মানে অণুমাত্রও হানিকর নহে এবং মানুষের শক্তি, সম্মান উন্নতির ইহাই প্রকৃষ্ট ভিত্তি, এই বোধ আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। জগতের অন্যত্র মানব সমাজ সামর্থের উপর নির্ভর করিয়া সৌভাগ্যের সোপান উঠিতেছে। আর আমরা কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করিয়া দিন দিন দুর্গতি ও হীনতায় ডুবিয়া যাইতেছি। যাহারা শ্রমবিমুখ বা পরিশ্রমে অসমর্থ, জীবন সংগ্রামে তাহাদের পরাজয় অনিবার্য। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে অযোগ্যের পবিত্রাণ নাই। যাহারা যোগ্যতম তাহারাই পায় বাঁচিবার অধিকার এবং অযোগ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পরিশ্রমে অমর্যাদা আত্মহত্যারই শামিল।

সারাংশ :

কায়িক শ্রম কখনোই অমর্যাদার নয়। বিশ্বে প্রত্যেকটি উন্নত দেশে শ্রমের মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত কিন্তু আমরাশ্রমের যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়ায় ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে শ্রমের অমর্যাদাআত্মহত্যার শামিল।

২২.

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুধিবা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থুল বুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়। অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধি অধিকারী। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার–এসবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য, উপলব্ধিহীন বাণী।

সারাংশ :

সমাজের কাজ কেবল অস্তিত্ব রক্ষা করা নয়, বিকশিত ও অনুকুল পরিবেশও সৃষ্টি করা। কিন্তু স্বার্থপর অহংকারীরদল এক্ষেত্রে অন্তরায়। তারা কখনো কখনো মুখে মানব প্রেমের বাণী শুনালেও তা বিশুষ্ক, কৃত্রিম। সুন্দর ও সার্থক জীবনরচনায় তা কোনো কাজে আসে না।

২৩.

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত্য হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝম-ঝমানি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক-এইসব জিনিসে

সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।

সারাংশ :

মনে আনন্দ দেয়া আর মনকে রাঙানো এক কথা নয়। এদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে। সাহিত্যিকের কাজ পাঠককে আনন্দ দেয়া, তার মনকে রাঙানো নয়। যিনি উল্টোটা করতে চান তিনি হয়ত সস্তা শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু মহৎ শিল্পী হতে পারেন না।

২৪.

স্বাধীন হবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়-পরায়ণতার। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন-নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিন্তু মানুষ ও জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই।

সারাংশ :

অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে। যে জাতিরঅধিকাংশ মানুষ মিথ্যাচারী সেখানে স্বল্পসংখ্যক ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্মঠ মানুষকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতেহয়।

২৫.

সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় কর, একে ভয় দেখাও, ভ্রুক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গত সময় কখনও ফিরে আসবে না।

সারাংশ :

গত সময়ের জন্য অনুশোচনা নিষ্ফল। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু পৃথিবীর কোনো কিছুরবিনিময়ে গত সময় ফিরে পাওয়া যায় না।

২৬.

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণি। জগতের অন্যান্য প্রাণির সহিত মানুষের পার্থক্য- মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণি মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে, পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

সারাংশ :

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণি হিসেবে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের গুণে মানুষ জগতে যে অমরকীর্তি গড়ে তুলেছে। পশুবল ও অর্থবল দিয়ে তাকখনও অর্জন করা সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. সারাংশ/সারমর্মে মূলের অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত উপমা–
   ক. থাকবে খ. থাকবে না

২. একই কথার পুনরাবৃত্তি–
   ক. হবে খ. হবে না

৩. সারাংশ মূলের চেয়ে–
ক. বড় হবে খ. ছোট হবে
৪. সারাংশের ভাষা মূল রচনার–
ক. অনুগামী হবে খ. হবে না
৫. বক্তব্যে একাধিক বিশেষণ–
ক. বাঞ্ছনীয় খ. বাঞ্ছনীয় নয়
৬. সাংকেতিক বা রূপক ভাষা থাকলে তার তত্ত্ব–
ক. উন্মোচিত করতে হবে খ. উন্মোচিত করতে হবে না
৭. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযমী–
ক. হতে হবে খ. হবে না

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক

খ. সারাংশ ও সারমর্ম লিখুন

১.
জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন– তাহাই সাহিত্য। বাতাসের উপর চিন্তা ও কথা স্থায়ী হইতে পারে না, মানব জাতি তাই অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোনো যুগে পাথরে, কোনো যুগে গাছের পাতায় এবং বর্তমান কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা, সেই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে যেমন তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তুমি তেমনি অস্বীকার করিতে পার না– উহাতে তোমার মৃত্যু– তোমার দুঃখ ও অসম্মান হয়।

২.
কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা করে তারা বাঁচে না। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যে তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধাণত সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুরই আবশ্যকতা নেই।

৩.
প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এ অবস্থায় পরীক্ষায় পাস করাটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তক পর্যন্তই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের দেশে পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই, কিন্তু জ্ঞানী লোকের অভাব আছে। যেখানে পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় ও অমরত্ব লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণসমাজকে উন্মুখ করতে হবে। সহজ লাভ আপাতত সুখের হলেও পরিণামে কল্যাণ বয়ে আনে না। পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণসমাজের সামনে কখনোই দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

৪.
ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাজগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদার ভাবে পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ

ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাও; দেখিবে, সে স্বপ্নের সুষমা আর নাই– নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোন রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

৫.
জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্যসম্ভার, দালানকোঠার সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায়, আর জীবনে পণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনও শক্ত আর দুর্মূল্য হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন কর মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা, তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব শুধু লেখক আর সাহিত্যিকদেরই নয় বরং সর্বস্তরের জনগণের।

৬.
মানুষের জীবনকে একটি দোতালা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তা ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলাই তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অন্য কথায় শিক্ষায় যেমন প্রয়োজনীয় দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিক আছে, আর অপ্রয়োজনীয় দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

৭.
সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, তাকে ভয় দেখাও, ভ্রুক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ঘন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু সময় একবার গত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্যে অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গত সময় কখনও ফিরে আসবে না।

৮.
মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনায়ন করে। সে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃ হৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না, নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সম্মান সে পায় না। দুর্বল অসহায় পক্ষী শাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

৯.
জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে তা-ই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এর ফলের দিকে লক্ষ্য রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কখনো কোনো মালি গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়। মানুষের অন্তরের মূল্যবোধ, তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্পর্কে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের মনে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের মনোভাব থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘু পক্ষ প্রজাপতির মতো হালকা মনে করে।

১০.
ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাজগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মুলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদারতায় পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে না, একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও, দেখিবে, সে স্বর্গের সুষমা আর নাই– নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কী এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

১১.
বসুমতি কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করে পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস;
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শষ্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি, কন বসুমতি–
আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে
তোমার গৌরব তাতে একেবারে ছাড়ে।

১২.
ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য বলি উঠে খর খড়গ সম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান,
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে

১৩.
জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিল সেবা,

১৪.
গাহি তাহাদের গান–
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম–কিণাঙ্ক–কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি–তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য–শ্বাপদ–সঙ্কুল জরা–মৃত্যু–ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যঘ্র ময়ুর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।

১৫.

বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়া-লক্ষ্মী নারী।

১৬.
সবারে বাসির ভাল, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ–
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত
মানুষে মানুষে হল কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত
সৌল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

১৭.
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

১৮.
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবণী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

১৯.
বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দু'পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

২০.
বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।